দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 DEC 1995

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

সকল ক্ষেত্রে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী করিয়া নিজেদের গড়িয়া তুলিতে হইবে

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন, জাতির অগ্রগতির জন্য ইহা হইতেছে প্রধান হাতিয়ার। গতকাল শনিবার অপরাহ্নে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১৯৯৫ সালের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রদের জন্য আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁহার সরকার বিগত ৫টি জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বাজেট বরাদ্দ রাখিয়াছে। তিনি মেধাবী ছাত্রদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হইতে অর্থনীতি, সমাজ

(২য় পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃ: পর)

বিজ্ঞান হইতে ধর্ম বিষয়ে—সকল ক্ষেত্রে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী করিয়া নিজেদের গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। বেগম জিয়া বলেন, জ্ঞান এমন একটি সম্পদ যাহা কেহ ছিনাইয়া নিতে পারে না। পরে প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৫ সালের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ৩৪২ জন মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করেন। শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার এবং শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হকও এ উপলক্ষে বক্তৃতা করেন।

বেগম জিয়া বিশ্বের অত্যাধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সহিত আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রমকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কমাইয়া আনার পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য সকলের বিশেষ করিয়া ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বিগত প্রায় ৫ বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দীর্ঘ বিবরণ দিয়া বলেন, দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হইয়াছে। ইহার ফলে ৯৩ ভাগ স্কুলগামী বয়সের ছেলেমেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাইতেছে। ইতিমধ্যে কোন কোন এলাকা নিরক্ষরতামুক্ত হইয়াছে। ১৯৯০ সালের ২৩ ভাগের তুলনায় এখন শিক্ষিতের হার ৩৮ ভাগে উন্নীত হইয়াছে। দেশে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকিলে দুই হাজার সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরতা মুক্ত করা সম্ভব হইবে। তিনি বলেন, শিক্ষা বিশেষ করিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে এখন আরও আধুনিক ও উৎপাদনমুখী করা হইয়াছে। সরকারের সীমিত সম্পদের মধ্যেও শিক্ষকদের জন্য তাহার সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা প্রধানমন্ত্রী তাহার বক্তৃতায় উল্লেখ্য করেন। তিনি বলেন, দেশে একই দক্ষ জনসম্পদ গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের দাবীর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সরকার স্কুল ও কলেজের পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন করিয়াছে। ইহাছাড়া যুব শক্তিকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাহাদের জন্য লাভজনক চাকুরী বা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও এই পরিবর্তনের লক্ষ্য। তিনি বলেন, বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার আধুনিকায়ন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির একটি পদ্ধতি চালু করিয়াছে। উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ৪০টি নূতন ও পুরাতন কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা হইয়াছে। ইহাছাড়া বেসরকারী খাতে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় চালুর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ইতিমধ্যেই চালু হইয়াছে। ফলে দেশেই এখন উচ্চ শিক্ষা লাভ সম্ভব হইতেছে।

মন্ত্রী, সাবেক সংসদ সদস্য, পদস্থ কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।